আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: "فِتْنَةٌ ফিতনা"

يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

১. তারা (দুজন ফেরেশতা) বললো, নিশ্চয় আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। (২:১০২)

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

২. ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। (২:১৯১)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষন ফিতনা দুরীভুত না হয়। (২:১৯৩)

وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

৪. ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। (২:২১৭)

فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

৫. যাদের অন্তরে সত্য লংঘনের প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে মুতাশাবিহাত (আয়াতে) অনুসরণ করে। (৩:৭)

كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن

৬. যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে আহ্বান করা হয় তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ কুফুরী) ফিরে যায়। (৪:৯১)

إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ

৭. তারা মনে করেছিল, তাদের কোনো ফিতনা (শাস্তি) হবে না। (৪:১০১)

إِنْ هِىَ إِلَّا فِتْنَتُكَ

৯. এটা আপনার একটা পরীক্ষা। (৭:১৫৫)

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ

৮. তারা ধারণা করেছিল, তাদের কোনো ফিতনা (শাস্তি) হবে না। (৫:৭১)

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً

১০. আর তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম। (৮:২৫)

وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

১১. আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা। (৮:২৮)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

১২. আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষন না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়। (৮:৩৯)

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

১৩. যদি তোমরা না করো (অর্থাৎ তাদের ভ্রান্তি দূর না করো) তবে দেশে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। (৮:৭৩)

أَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ

১৪. (যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ বা জিহাদে শামিল হয় না) তারাই ফিতনাতে পরে আছে। (৯:৪৯)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ

১৫. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র বানিও না। (১০:৮৫)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرْءَانِ

১৬. আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও মানুষের পরীক্ষার জন্য। (১৭:৬০)

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

১৭. আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে থাকি। (২১:৩৫)

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ

১৮. এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ কুফরীর দিকে) ফিরে যায়। (২২:১১)

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

১৯. শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি (আল্লাহ) ওটাকে পরীক্ষাস্বরূপ তাদের জন্যে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণহৃদয়। (২২:৫৩)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

২০. সুতরাং যারা তার (আল্লাহর) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হয়ে যাক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপরমর্মন্তুদ শাস্তি। (২৪:৬৩)

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

২১. আমি তোমাদের মধ্যে এক জনকে অন্য জনের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? (২৫:২০)

[রাসূল এবং মুমিন বান্দাগণ মানুষকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন। এ সময় দায়ীগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হন. তখন ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়া হচ্ছে]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

২২. মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিপীড়িত হয়, তখন এ পীড়ণকে আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্যকরে। (২৯:১০)

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا

২৩. যদি বিভিন্ন দিক থেকে তাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে শত্রুগণ (কাফেরগণ) প্রবেশ করতো, অতঃপর তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে (মুনাফিকরা) কালবিলম্ব না করে (মুসলমানের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করতে। (৩৩:১৪)

إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ

২৪. জালিমদের জন্য আমি ইহা (জাহান্নামের কাটাযুক্ত যাক্কুম বৃক্ষ) শাস্তিস্বরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৭:৬৩)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ

২৫. বিপদ-আপদ মানুষকে স্পর্শ করলে সে আমার কাছে দোয়া করে, যখন আমি কোনো নিয়ামত দ্বারা তাকে অনুগৃহীত করি তখন সে বলে, আমার জ্ঞানের কারণে আমাকে এটা দেয়া হয়েছে. বস্তুত ইহা একটা পরীক্ষা। (৩৯:৪৯)

ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَـٰذَا الَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ

২৬. তোমরা তোমাদের শাস্তি অস্বাদন করো, তোমরা তো শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (৫১:১৪)

إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

২৭. আমি তাদের (সমুদ্র সম্প্রদায়ের) পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী অতএব তুমি (সামুদ জাতির নবী) তাদের আচরণ লক্ষ করো এবং ধৈর্যশীল হও। (৫৪:২৭)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ

২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়ণের পাত্র বানিও না। (৬০:৫)

إِنَّمَا أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

২৯. তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো পরীক্ষাস্বরূপ। (৬৪:১৫)

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ

৩০. কাফিদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের (জাহান্নামের ফেরেশতা প্রহরীদের) এই সংখ্যা (১৯ জন প্রহরী) উল্লেখ করেছি। (৭৪:৩১)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

৩১. যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করে নাই, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, দহনে যন্ত্রনা। (৮৫:১০)

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

৩২. তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দুবার বিপর্যস্ত করা হয়? এরপরও কি তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। (৯:১২৬)

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

৩৩. দাউদ বুঝতে পারলো, আমি তাকে পরীক্ষা করেছিলাম। অতঃপর সে তার রব্বের নিকট ক্ষমা প্রাথনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো এবং তার (আল্লাহ) অভিমুখী হলো। (৩৮:২৪) (সেজদার আয়াত)

[দুজন লোক দাউদের কাছে বিচারের জন্য এসেছিল। একজনের একটি দুম্বা ও অন্যজনের নিরানব্বইটি দুম্বা। নিরানব্বইটি মালিক অন্যজনের কাছে তার দুম্বাটি দাবি করেছিল। এ রূপক বিচার দ্বারা আল্লাহ দাউদকে পরীক্ষা করেছিলেন।]

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

৩৪. আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম তার আসনের উপর একটি ধড় রেখে। অতঃপর সে আমার অভিমুখী হলো। (৩৮:৩৪)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ

৩৫. ইতিপূর্বে আমি ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকট এসেছিল একজন সম্মানিত রাসূল। (৪৪:১৭)

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

৩৬. আমি এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছিলাম। যাতে তারা বলে "আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?" আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সমাধিক অবহিত নন? (৬:৫৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

৩৭. তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত কোরো না উহার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, এগুলো দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। (২০:১৩১)

قَالُوا۟ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

৩৮. তারা (সালেহ ক ওমের কাফিররা) বলেছিল: "তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা রয়েছে, তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি।" তিনি (সালেহ) বললেন, তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল আল্লাহর এখতিয়ারে বস্তুত তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (২৭:৪৭)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

৩৯. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বলেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেয়া হবে? (২৯:২)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَٰذِبِينَ

৪০. আমি পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন, কারা সত্যবাদী এবং প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী। (২৯:৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ বলছেন: "তারা কি দেখে না যে তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয়? তবুও কি তারা তাওবা এবং উপদেশ গ্রহণ করে না?" আসুন আমরা তাওবা করি এবং কোরআন হাদিস মোতাবেক জীবন যাপন করে।

আল্লাহ বলছেন: "মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেয়া হবে?" আসুন, আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রাথনা করি এবং আল্লাহ ও রাসূলের পথে ফিরে আসি।

আল্লাহ বলছেন: "যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের জীবন বিপদাপন্ন করছে এবং পরে তাওবা করে নাই, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, দাহন যন্ত্রনা।" আসুন আমরা মুমিন বান্দাহদের জীবনকে বিপন্ন না করি। অন্যের প্রতি অন্যায় ও জুলুম না করি।

আল্লাহ বলছেন: "দাউদ যখন বুঝতে পারলো আমি তাকে পরীক্ষা করেছিলাম, তখন সে তার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো এবং আল্লাহর অভিমুখি হলো। (সেজদার আয়াত)"

প্রিয় ভাই ও বোনেরা বাংলাদেশের উপর দুর্ভোগের পর দুর্যোগ আপতিত হচ্ছে, এটা আমাদের অন্যায় ও পাপকাজের কারণে।

আমাদের সকলের উচিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা, জুলুম পরিহার করা, অন্যের হক আদায় এবং আল্লাহ ও রাসূলের পথে ফিরে আসা, আল্লাহর ইবাদত করা, অন্যকে আল্লাহর পথে ডাকা, অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা।
আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের তাওবার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করবেন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/